‘বাবুল কা ঘর’ ছেড়ে ‘পিয়া কা ঘর’

দ্বিতীয় প্রবাস - ২৫

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আটাশ তারিখ সবারই ঘুম ভাংলো বেশ দেরীতে। আজ আর তেমন কোন তাড়া নেই। আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল সকাল দশটায় মহিলারা সাজসজ্জার জন্য পারলারে যাবেন। তিনটের সময় পারিবারিক ছবি তোলার জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে কনের হোটেল Middletown Inn এ যেতে হবে। সবশেষে সন্ধ্যে সাতটায় Saint Clements Castle এর রিসেপসন হলে বিয়ের রুখসাত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার মাধ্যমে সেদিনের কার্যক্রম শেষ হবে। কিন্তু ঐ যে বলে না man proposes but God disposes, বৃষ্টি এসে বাদ সাধলো। গতরাতেও আকাশ ছিল পরিস্কার। ওয়েদার চ্যানেল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল বটে, তবে সে বৃষ্টি যে মুষলধারে সারা দিন ধরে ঝরবে তাতো বলেনি। মহিলারা বেজায় নাখোশ; দূর দূরান্ত থেকে কাপড় চোপড়, গয়নাগাটি বয়ে এনে তা যদি পরাই না গেল তা’হলে কষ্ট করে বিয়েতে এসে আর লাভ কি। তাই বৃষ্টি বাদল মাথায় নিয়েই তারা পারলারে গেলেন, তবে পারিবারিক ছবি তোলার জন্য অন্য হোটেলে যেতে অনেকেই আগ্রহী হলেন না। ঠিক হলো রাতের অনুষ্ঠান শেষে তারা বর-কনের সাথে ছবি তুলবেন। কিন্তু বরের বাবা-মা-বোন আর তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারটা তো ভিন্ন। সাড়ে তিনটের দিকে জিবরান আর মিঢ়েয়াকে নিয়ে আমি, নাসিম, সোনিয়া, আর নোমান কনের হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু বৃষ্টি সেখানেও বাগড়া দিয়েছে; ছবি তোলা পর্ব শুরু হতে প্রায় ঘন্টাখানেক দেরী হয়ে গেল।

ছবি তোলা শেষ করে আমরা যখন আমাদের Inn এর উদ্দেশ্যে পথে নামলাম তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। সোনা রোদের মিষ্টি আলোয় সুর্যস্নাত চরাচর আমাদের বিরক্তি দুর করে দিল। আগে ঠিক করা ছিল সন্ধ্যে পৌনে ছ’টায় বরকে বহনকারী লিমোজিন আমাদের Inn এ আসবে আর ছ’টার মধ্যে আমরা অর্থাৎ বরযাত্রীরা রওয়ানা হয়ে যাব। কিন্তু ছবি তোলার পর্ব দেরীতে শুরু হওয়ায় কনে পক্ষের সুবিধার কথা ভেবে বরযাত্রার সময় একঘন্টা পিছিয়ে সাতটা করা হল।

বরের আট সিটের লিমোজিনে শেরিফ আর তার বাল্যবন্ধু রনি মনসুর ছাড়া উঠেছে জিবরান এবং মিঢ়েয়া আর শেরিফের চার মামাতো ভাইবোন ফারাজ, সেহনাজ, রুশদা আর রুয়াইদা। এই ছয় বাচ্চার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফারাজের বয়স সাড়ে তেরো, সবচেয়ে ছোট মিঢ়েয়ার আট। এই আরোহীদের চেহারা দেখে মনে হলো লিমোজিনে উঠতে পারাটাই তাদের জীবনের এযাবত কালের সবচেয়ে বড় পাওয়া। ঠিক সাতটায় আমাদের Inn থেকে বরযাত্রীদের গাড়ি বহর রওয়ানা হলো। GPS লাগানো এবং আলোকমালায় সজ্জিত বহরের প্রথম গাড়ীর চালক এহসান এবং সবশেষের গাড়ীর চালক তারেক। কেউ যাতে হারিয়ে না যায় সে জন্য প্রতিটি গাড়ীর আরোহীদেরকে তাদের সামনের এবং পেছনের গাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। আমাদের যেতে হবে মিডলটাউনের পাশের শহর পোর্টল্যান্ডে কানেটিকাট নদীর তীরে অবস্থিত সেন্ট ক্লেমেন্ট ক্যাসল। ষোড়শ শতাব্দীর

ইউরোপীয় ক্যাসলের আদলে নির্মিত ৮২ একর জমির উপর অবস্থিত এই সুরম্য ভবনটির নির্মান কাজ শেষ হয় ১৯০২ সালে। তৎকালীন পোর্টল্যান্ডের খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী হাওয়ার্ড টেলর ও তার স্ত্রী গারটুর্ডের অনুরোধে নিউইয়র্ক নিবাসী বিখ্যাত স্থপতি সিডনী আলগারনন বেলের তত্বাবধানে নির্মিত এই সুরম্য ভবনটির

মালিকানা ১৯৯৩ সালে সেন্ট ক্লেমেন্ট ক্যাসল ফাউন্ডেশন নামে একটি Non-profit সংস্থার হাতে বর্তায়। প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষায় নিবেদিত এই সংগঠনটি ক্যাসলটির আদ্যোপান্ত সংস্কার করে এটিকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দিতে শুরু করে। নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানের venue হিসেবে এই ঐতিহ্যবাহী ভবনটির নির্বাচন সাবাহ ও তার ছোট বোন ফারাহর।

সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমরা বিয়ের আসরে পৌঁছে গেলাম। দেখা গেল বাংগালী কনে পক্ষের মতো গুজরাটি কনে পক্ষও বরকে বিয়ের আসরে ঢোকার পথে বেশ জোরেশোরে বাধা দেয়। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কনের বিভিন্ন সাইজের এবং বয়সের 'বরকন্দাজ'রা বীর বিক্রমে গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে; 'নগদ নারায়ণ' না পেলে তারা বরকে ঢুকতে দেবে না। অন্যদিকে বরের পক্ষ থেকে তার দুই ভগ্নিপতি নোমান ও তারেক, বাল্যবন্ধু রনি এবং কাজিন তাজিম, আসিফ, হামজা সেই বাঁধার 'বিন্ধ্যাচল' ভেংগে বরকে নিয়ে ভিতরে ঢুকবেই। দুর থেকে মনে হোল প্রচন্ড negotiation চলছে। যাই হোক, কিছুক্ষনের মধ্যেই দু'দলের মধ্যে একটা আপোস বা রফা হলো আর আমাদেরকে সদলবলে বিয়ের আসরে প্রবেশ করতে দেয়া হোল। কনের বাবা না থাকায় তার মা এবং অন্যান্য গুরুজন আমাদের পক্ষের মেহমানদের অত্যন্ত হার্দিকভাবে স্বাগত জানালেন। ক্যাসলের ওয়েটার এবং ওয়ট্রেসরা আমাদেরকে হাল্কা পানীয় এবং অতি সুস্বাদু entree র মাধ্যমে আপ্যায়িত করলেন।

একই সময়ে অভ্যাগত অতিথিদেরকে তাদের বসার জন্য নির্ধারিত টেবিল খুঁজে নিয়ে হলের ভেতরে এসে আসন গ্রহন করতে অনুরোধ করা হোল। বলা হোল মুল হলে ঢোকার মুখে অতিথিরা একটি লম্বা টেবিলে অনেক গুলি আপেল দেখতে পাবেন। প্রতিটি আপেলে আমন্ত্রিতদের একেক জনের নাম এবং তাদের জন্য নির্ধারিত টেবিলের নাম্বার লিখা। নামগুলো অতিথিদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজানো এবং খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আপেলের পাশেই বেশ কিছু শুকনো ম্যাপল পাতা এবং বাহারী রংয়ের বল পয়েন্ট কলম রাখা। অভ্যাগতদের কেউ যদি নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কিছু লিখতে চান তাহলে এগুলো ব্যবহার করবেন।

বর ও কনের পরিবারের সদস্যরা বাদে নিমন্ত্রিত অতিথিদের বাকী সকলেই কিছুক্ষনের মধ্যেই হলে গিয়ে আসন গ্রহন করলেন এবং অনুষ্ঠান শুরু হলো। আজকের অনুষ্ঠানের দুই MC (Master of Ceremony) বা পরিচালক আগেই জানিয়েছিলেন যে বরের বাবা-মা হিসেবে আমরা আজ VIP; তাই আমাদের টেবিল খুঁজতে হবেনা। আমাদের নিয়ে সামান্য একটু আনুষ্ঠানিকতা আছে; ওটা শেষ হলে তারাই আমাদেরকে বরের বাবা-মার জন্য নির্ধারিত টেবিলে পৌঁছে দেবেন। শুনে বেশ মজাই লাগলো। আমি বা নাসিম কোনদিনই 'ভেরী ইম্পরটান্ট পার্সন' অর্থে VIP নই; তবে আমাদেরকে small letter এর বানানে vip অর্থাৎ 'ভেরী ইনসিগ্নিফিকান্ট পার্সন' অবশ্যই বলা যায়। ছেলের বিয়ের কল্যাণে আজকে আমাদের প্রমোশন হলো, আমরা হঠাৎ করেই vip থেকে VIP হয়ে গেলাম।

যাই হোক আমদের নিয়ে কথিত সেই আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে MC র আহ্বানে প্রথমে হলে ঢুকলেন কনের বোনের হাত ধরে তার মা। তিনি হলের মাঝখানে রাখা একটা গোল টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এরপর বরের বাবা-মা, অর্থাৎ আমাকে আর নাসিমকে হলে ঢুকে সেই টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতে অনুরোধ করা হলো। সেখানে সাবাহর আম্মা আমাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বরণ করে নিলেন। তারপর একে একে বর ও কনের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে হলে ঢোকানো হলো। দুই পক্ষের মেহমানরা যাতে করে বর ও কনের পরিবারের লোকদের চিনতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্যই সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা। সবশেষে বর ও কনেকে হলে আহ্বান করা হোল। সমবেত অতিথিদের standing ovation এর মাঝে শেরিফ ও সাবাহ হলে ঢুকলো। প্রথমে কনেকে তার শ্বাশুরী এবং পরে বরকে তার শ্বাশুরী ফুলের

মালা দিয়ে অনুষ্ঠানে তাদেরকে স্বাগত জানালেন। দুই MC আমাদেরকে যার যার নির্ধারিত টেবিলে পৌছে দিলেন।

এরপর কিছু আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পালা। এ পর্যায়ে শেরিফের বাল্যবন্ধু রনি, সোনিয়া, ফারাহ এবং ফারাহর দুই তিন জন কাজিন বর ও কনের বাল্য, কৈশোর এবং প্রাক বিবাহকালীন সময়ের বিভিন্ন অম্লমধুর খন্ডচিত্র তুলে উপস্থিত মেহমানদের মনোরঞ্জন করলো। এবার বরের বাবা হিসেবে আমার কিছু বলার পালা। আমি পেশায় শিক্ষক; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়, মাঝারি, ছোট বিভিন্ন সাইজের ক্লাশ কিংবা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানে বলতে গিয়ে দেখলাম কাজটা খুব সহজ নয়। আমাদের সেই ছোট্ট শেরিফ কখন, কিভাবে যে বরের সাজে সাজার মত বড় হয়ে গেল সেটাই মনে করতে পারলাম না। হাজারো স্পষ্ট এবং ঝাপসা স্মৃতি চোখের সামনে এসে ভীড় করছে। কোনটা রেখে কোনটা বলি। হঠাৎ করেই বুকের মাঝে কেমন যেন একটা বেদনাদায়ক মোচর অনুভব করলাম। মনে হোল আমাদের শেরিফ আজ অন্যের হয়ে গেলো। তেরো বছর আগে বধুর সাজে আমাদের মেয়ে সোনিয়াকে তার শ্বাশুরীর হাতে তুলে দেয়ার সময় দু'চোখ বেয়ে জলের যে ধারা নেমেছিল তার কারণ বোঝা কঠিন নয়; কিন্তু আজ বরের বাবা হিসেবে বুকের সে মোচর খাওয়ার কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। মনে হোল সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব ছিল তাতো আজ শেষ; what next- অতঃকিম ? কবিগুরুর ভাষায়ঃ

'... ... ... যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।
নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ,
পাথেয় যা ছিল ফুরায়েছে বুঝি আজ,
যেতে হবে সরে নীরব অন্তরালে
জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।'

এরপর সাবাহর কাকা 'সেহরা' পাঠ করলেন । এ ব্যাপারটা আমাদের পক্ষের প্রায় সকলের কাছেই একেবারে নতুন। আমাদের, অর্থাৎ বাংগালী মুসলমানদের কাছে 'সেহরা' ফুলের তৈরী এমন একটা জিনিষ যা বিয়েতে বরের মুখ ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয় (এবং অধিকাংশ বরেরাই এটা বেশ নাখোশ হয়েই পরেন) । আজ ছেলের বিয়েতে এসে প্রথম জানলাম যে 'সেহরা' একটা বিশেষ ধরনের উর্দু কবিতা যার মাধ্যমে বরের বোনেরা ভাইয়ের প্রশস্তি গায় এবং নতুন দম্পতির দীর্ঘ এবং সুখী বিবাহিত জীবন কামনা করে। এর বিনিময়ে তারা ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু দক্ষিনা আদায় করে নেয়। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে সেহরা পাঠের এই ধরণটাই বহুল প্রচলিত। তবে মনে হয় গুজরাটে এসে 'সেহরা' পাঠের কায়দা-কানুন কিছুটা বদলেছে। এই বিয়েতে সেহরা পড়লেন সাবাহর কাকা। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত উর্দু কবি। তার এই কবিতায় তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে সাবাহর প্রশস্তি গাইলেন এবং শেরিফের সাথে তার সুখী বিবাহিত জীবন কামনা করে বর-বধু দু'জনের জন্যই বেশ কিছু উপদেশ রাখলেন। বাংগালী শ্রোতাদের বোঝার সুবিধার জন্য তিনি তার রচনার ভাবার্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করে শোনালেন। কবিতাটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবতঃ নুতনত্বের জন্য সবাই বেশ উপভোগ করলো বলেই মনে হলো। সেহরার পর প্রতি টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হলো। আর সেই সাথে চললো প্রবাসী হিন্দি গায়িকা সুনীতা চাওলা আর তার দলের সংগীত পরিবেশনা। এই দলটি একঘন্টার বেশি সময় ধরে গান করলেন। শেষের দিকে অতিথিদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ সেই গানের সাথে নাচে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানের আনন্দ বেশ বাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু সব আনন্দেরই তো শেষ আছে; আছে আনন্দের পরে দুঃখ। রাত প্রায় বারোটায় কনে বিদায়ের লগ্ন এলো। মা-খালা-বোন-ভাবীর চোখের জলের সাথে নিজের চোখের জল মিশিয়ে দিয়ে সাবাহ তার 'বাবুল কা ঘর' ছেড়ে 'পিয়া কা ঘর' এর উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হলো। প্রবাসে তার 'পিয়া কা ঘর' হলো গিয়ে Copper Beach নামে একটি resort হোটেল। সেখানে নাসিম, তার ফুপু, বোন এবং ভাবীদের নিয়ে রীতিমত ধান - দূর্বা দিয়ে বধু বরণ করলো। সে রাতে আমরা যখন আমাদের এ ফিরে এলাম, তখন রাত প্রায় দু'টো; শুতে শুতে হয়ে গেলো তিনটে।

উনত্রিশে অক্টোবর রোববার দুপুর বেলা Wadsworth Mansion এর হল ঘরে আমাদের পক্ষের আয়োজিত বৌ-ভাতের অনুষ্ঠান। ঘুম থেকে উঠেই সকলের রীতিমত সাজ সাজ রব। আজ আবার আমেরিকায় ডে-লাইট সেভিং এর জন্য ঘড়ির কাটা পিছিয়ে যাবার কথা - গতকাল যে সময় ঘড়িতে দশটা বাজতো আজ সে সময় পরিবর্তিত হয়ে বাজবে ন'টা। তাই আমরা আজ একটু বাড়তি সময় পাব। নাসিম ও সোনিয়া হলের সাজ-সজ্জার তদারকি আর সে সাথে সাবাহকে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করার জন্য দশটার মধ্যেই হলে চলে গেল। আমরা, বাকীরা যখন দু'ঘন্টা পর সেখানে পৌঁছলাম Wadsworth Mansion তখন মেয়ে পক্ষের অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য পুরো প্রস্তুত। মা- মেয়ে নাসিম আর সোনিয়া আমদের অনুষ্ঠানের caterer মিডলটাউনের The Haveli India র মালিক নেপালী-আমেরিকান শ্রী লক্ষণ শর্মা ও তার কর্মীদের সহায়তায় হলের সাজ গোজের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। তবে সাবাহর মেক-আপ করার জন্য যে ভারতীয় মহিলার আসার কথা ছিল তিনি তার ঘড়ির সময় বদলাতে ভুলে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে এসে বসে থেকে চলে গিয়েছেন। অবশ্য তাতে খুব অসুবিধে হয়নি, আমাদের ফটোগ্রাফারের স্ত্রী - যিনি আগে মেক-আপ আর্টস্ট ছিলেন - সাবাহকে সাজিয়ে দিয়েছেন।

মিডলটাউনের লং হিল এস্টেটে অবস্থিত Wadsworth Mansion এর মালিক ছিলেন কর্ণেল ক্ল্যারেনস ওয়াডসওয়ার্থ । আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাসভবন White House এর আদলে তৈরি চারিদিকে বিশাল বনানী বেস্টিত এই প্রাসাদোপম বাড়িটি ১৯০০ সালে নির্মিত হয়। সাদা Beaux Arts-style এর এই বাড়িটি এখন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেয়া হয়। এর terrazzo floor, প্রাচীন আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সাজ-সজ্জা, দেয়ালচিত্র এবং বিশাল পার্ক সদৃশ লনের শোভা সত্যি অতুলনীয়।

দুপর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে অতিথিদের প্রায় সকলেই এসে গেলেন। আমাদের অনুষ্ঠান বেলা দেড়টায় শুরু হয়ে প্রায় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে। আগের রাতের অনুষ্ঠানে গান বাজনার ব্যবস্থা থাকায় অতিথিদের নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের খুব একটা সুযোগ ছিল না। কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানে সে সুযোগের অভাব নেই। আজকের দিনটাও খুবই সুন্দর; উপস্থিত অতিথিদের অনেককেই Wadsworth Mansion এর সুবিশাল আঙ্গিনা, বাগান এবং এর চারপাশের সুবিন্যস্ত বনানীর মাঝে হেটে বেড়াতে এবং ছবি তুলতে দেখা গেল। বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ; অতিথিদের মাঝে যারা আজই মিডলটাউন ছেড়ে চলে যাবেন চারটে থেকে তাদের বিদায়ের পালা শুরু হলো। বিকেল পাঁচটার মধ্যে সব অতিথিরা বিদায় নিয়ে গেলেন। আমরা, ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনরা, আমাদের Inn এ ফিরে এলাম।

কাল সকাল থেকে আত্মীয়-স্বজনরা যার যার ঠিকানায় রওয়ানা হয়ে যাবেন। তাই রাতে আমাদের কামরায় বেজায় আড্ডা জমলো। শেরিফ আর সাবাহ কাল বস্টনে তাদের ঠিকানায় রওয়ানা হয়ে যাবে। মামা-খালাদের সাথে দেখা করার জন্য ওরাও Copper Beach Hotel থেকে এসে আমাদের আড্ডায় যোগ দিল। অনুষ্ঠান শেষে Wadsworth Mansion থেকে চলে আসার সময় আমাদের caterer শ্রী লক্ষণ শর্মা আমদের সাথে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত খাবার, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছিলেন। নাসিম তড়িঘড়ি আলু ভর্তা আর ডালের ব্যবস্থা করে ফেললো। অটোয়া থেকে আসা আমাদের পারিবারিক বন্ধু ডঃ শওকত হাসান তার সুবিশাল জোকের ভান্ডার খুলে আসর মাত করলেন। বিভিন্ন মেজাজের এইসব জোক শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। আমাদের নতুন বৌয়ের জন্য এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ওদের অত্যন্ত

রক্ষণশীল পরিবারে খান্দানী আভিজাত্য বজায় রেখে 'মামুসাব', 'খালাজানী', জাতীয় 'বুজুর্গ'দের সাথে একটু দুরত্ব রক্ষা করে চলাটাই নিয়ম। আমাদের এ আড্ডার informal রকম সকম দেখেই ওর ভিরমী খাবার জোগাড়। স্বভাবতঃই ও প্রথমে একটু আড়ষ্ট ছিল; তবে সোনিয়া, নোমান, মাহরীন, তারেক ও শেরিফের খালাদের সহযোগীতায় কিছুক্ষনের মধ্যেই সে আড়ষ্টতা কেটে যায়। সকলের সাথে আমাদের নতুন বৌ এমনভাবে মিশে যায় যেন ও আমাদের সকলের অনেককালের চেনা।

রাত গভীর হয়ে আসে; আস্তে আস্তে আড্ডা ভেঙ্গে যায়। যারা কাল খুব ভোরে Inn ত্যাগ করবে তারা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেয়। গত ক'দিন আনন্দ উৎসবে মেতে থাকার পর আজকের এই পারস্পরিক বিদায়ের ক্ষণে হঠাৎ করেই এক ধরনের বিষাদ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু 'একদিন ফিরে যাব চলে, এই ঘর শূন্য করে, বাঁধন ছিন্ন করে ...' এটাই কি জীবনের সবচেয়ে সত্য সংগীত নয়? আমরাও কাল দুপুরের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে যাব; রাতে আমার ক্লাশ রয়েছে; সপ্তাহে একদিনই মাত্র পড়াই, সে ক্লাশ কোন মতেই বাদ দেওয়া যাবেন।

সবাই চলে গেলে ঘর গুছিয়ে আমরাও শুতে যাই; কিন্ত ঘুম আসে না। সাইত্রিশ বছর আগে আমি আর নাসিম একত্রে ঘর বেঁধেছিলাম। কিন্তু সে সংসার কখনো দু'জনের সংসার ছিল না; বাবা-মা, ভাই-বোনও সে সংসারের অংশ ছিল। তারপর আমাদের নিজেদের সন্তান এলো, সংসার আরো বড় এবং বিস্তৃত হলো। সে সংসারে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সবই ছিল; কিন্তু নিঃসংগতা ছিল না। আজ হঠাৎ করেই মনে হোল আমরা জীবনে প্রথমবারের মতো নিঃসংগ হয়ে গেলাম। বাবা-মা দুজনই প্রয়াতঃ, ভাই বোনেরা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, সোনিয়া তার সংসারে প্রতিষ্ঠিতা; ক'দিন পর শেরিফও তার নিজস্ব ভুবন গড়বে। ভাবতে খারাপ লাগছে, তবু আমদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সম্ভাব্য ছবি আমার চোখে ভাসছে। এই প্রবাসেরই কোথাও কোন এক Empty nest এর নৈঃশব্দের মাঝে বসে আমরা যেন পরস্পরের চোখে চোখ রেখে জীবন সমর্পণের গান গাইছি ঙ

'আজকে শুধু একান্তে আসীন,
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন সমর্পণের গান গাব নীরব অবসরে।'

(চলবে)

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)